সফল মহিলা সমবায় সমিতির তথ্য
কপোতাক্ষ হস্ত ও কারুশিল্প মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ"
চৌগাছা, যশোর।

ভূমিকাঃ

এ সমিতির সফলতার মুলমন্ত্র হলো সদস্যদের একতাবদ্ধতা এবং পুঁজি গঠনের মানসিকতা।

"সম্মিলিত পুঁজি, নিজের দুঃখটাকে ঘুচি"

এই শ্লোগানকে সদস্যরা হৃদয়স্থ ও প্রকৃত অর্থেই কর্মে রুপান্তরের অদম্য প্রচেষ্টায়; এ সমিতির সফলতার মুলকারণ। সমিতির সদস্যদের উদ্যোগ এবং উদ্যোগী সমবায়ীদের সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দারিদ্র বিমোচনে সমবায় বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরণ, নারীর আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, সমবায়ীদের মডেল প্রশিক্ষণ, হস্ত শিল্প তৈরী, হাঁস-মুরগী পালন ও গবাদিপশু মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নসহ নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে এ সমিতির নিরলস প্রচেষ্টায়; এ সমিতিকে সফল ও উল্লেখযোগ্য সমবায় সমিতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সমিতির এই কর্ম প্রচেষ্টার কারণে যশোর জেলার জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসনসহ ও অন্যান্য দপ্তরের নিকট আলোচ্য সমিতি ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে।

শুরুর দিকে এ সমিতি সামান্যতম পুঁজি দিয়ে সীমিত পরিসরে হস্ত ও কারুশিল্পখাতে উৎপাদনমুখী কার্যক্রম শুরু করে। প্রশিক্ষিত সদস্যদের দিয়ে তৈরি হস্ত ও কারুশিল্প সামগ্রীর মান আশানুরুপ হওয়ায় স্থানীয় মার্কেটে এর চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরবর্তীতে উৎপাদিত পণ্যসমূহ স্থানীয় ও জেলা শহরের বাজারসমূহে বাজারজাত করে এ সমিতি ব্যাপক মুনাফা অর্জন করে।

এ সমিতির নিবন্ধন নং-৬৭/জে, তারিখঃ ০১/০২/২০১১ খ্রিঃ এবং সংশোধিত নিবন্ধন নং-০৮/জে, তারিখঃ ২৬/০১/২০১৫ খ্রিঃ। নিবন্ধিত ঠিকানাঃ গ্রামঃ নারায়নপুর, ডাকঃ নারায়নপুর, উপজেলাঃ চৌগাছা, জেলাঃ যশোর। সমিতির কর্ম এলাকাঃ সমগ্র চৌগাছা উপজেলা ব্যাপী। সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১১১ জন। পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ২,৩৭,৮০০/- টাকা, সঞ্চয় আমানত ৪,৪৮,৫৭০/- টাকা। সমিতির বর্তমান কার্যকরী মূলধন প্রায় ৭,১৭,৬৮০/- টাকা। এ সমিতিতে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম/কর্মসূচি রয়েছে। যথাঃ

ক) সঞ্চয় জমা কর্মসূচি।
খ) হস্ত ও কারুশিল্প উৎপাদন কর্মসূচি।
গ) ভেজালমুক্ত খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় কর্মসূচি।
ঘ) বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট/ইতিহাসঃ

দেশের সার্বিক উন্নয়নে নারী সমাজের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সেই নারী সমাজ যখন সমাজে তাঁর অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, সুযোগের অভাবে পারছে না নিজেদেরকে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করতে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় **"অসাম্য চলতে পারে না চিরদিন, কারণ অসামঞ্জস্য বিশ্ববিধির বিরুদ্ধ।"** সম্ভবত কবিগুরু সুযোগের অসাম্যের কথাই বলেছেন। আর ঠিক অসাম্যতা থেকে উত্তোরণের লক্ষ্যেই নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, আয়-বর্ধক কর্মসংস্থান সৃজন, দারিদ্র বিমোচনসহ সর্বোপরী নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্যই এ সমিতির সভাপতি সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

পরবর্তীতে সমিতির সদস্যগণ তাঁদের এই কর্ম উদ্যোগ ও কর্মপরিকল্পনা জেলা সমবায় কার্যালয়, যশোরকে অবহিত করেন। তাঁদের এই কর্ম উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে তৎকালীন জনাব মোঃ কামরুজ্জামান, জেলা সমবায় অফিসার, যশোর সার্বিক সহযোগিতাসহ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও উপজেলা সমবায় কার্যালয়, চৌগাছা, যশোর এর সহকারী পরিদর্শক **জনাব মোঃ বসির উদ্দিন** অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে প্রস্তাবিত সমিতির নিবন্ধন ফাইল প্রস্তুতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।

নিবন্ধনকালে সমবায়ের মুলনীতি, আইন ও বিধি সমিতিতে প্রতিপালন সংক্রান্ত উদ্বুদ্ধকরণ সভায় প্রাথমিকভাবে উদ্বুদ্ধকরণে সদস্যদের কর্তৃক চ্যালেঞ্জ ছিল। মুলতঃ বেশিরভাগ নারী সদস্য স্বল্পশিক্ষিত হওয়ার কারণে প্রাথমিকভাবে এ চ্যালেঞ্জ সমবায় বিভাগকে মোকাবেলা করতে হয়েছে। পরবর্তীতে এ সমিতির নিবন্ধনের মাধ্যমে এ চ্যালেঞ্জের সমাপ্তি ঘটে।

সমিতি গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

নিবন্ধিত উপ-বিধিতে বর্ণিত প্রধান প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছেঃ

- এলাকার নারী জনগোষ্ঠিকে সমবায় সমিতিতে সদস্যভুক্ত করে সমবায়ের মাধ্যমে সভ্যগনের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং সমিতিতে নিয়মিত সঞ্চয় জমা রাখা ও সমিতির শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা যৌথ মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা।

- সঞ্চয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধিতে অবদান রাখা,
- গঠিত এ মুলধন হস্ত ও কারুশিল্প উৎপাদনে বিনিয়োগকরণ এবং বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফার মাধ্যমে সমিতির পুঁজি বৃদ্ধিসহ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।
- দারিদ্র বিমোচন স্ব-কর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নে সমিতির নিজস্ব মূলধন হতে সহজ শর্তে সদস্যকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা।
- সমবায়ের ভিত্তিতে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানে সহায়ক কুটির ও মাঝারী শিল্প স্থাপনের উদ্যোক্তা হিসাবে ভূমিকা নেওয়া।
- বেকারত্ব দূরীকরণে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বৃত্তিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করা।
- সভ্যগণের উৎপাদিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বিক্রয়, ভোগ্য পণ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বিতরণ করা।
- সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম এবং নারী ও শিশু উন্নয়নে বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

নারীর ক্ষতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূমিকাঃ

নারীর ক্ষমতায়ন উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যার দ্বারা মানুষের মর্যাদা সৃষ্টি হয়। আর এই সমিতির সদস্যদের মর্যাদা সৃষ্টির লক্ষ্যে অর্থাৎ নারীর ক্ষমতায়নকরনে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হচ্ছে আয়-বর্ধক কর্মসৃজন এবং সদস্যদের সুপ্ত প্রতিভা ও সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ। এ সমিতি নারীর ক্ষমতায়নে নিম্নরুপ পদক্ষেপ গ্রহণসহ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে।

ক) আর্থিক ক্ষমতায়নঃ

সমিতির শুরু থেকেই সদস্যরা সমিতিতে পুঁজি গঠনে খুবই আন্তরিক। নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় জমাদানের মাধ্যমে এ সমিতির সদস্যরা অর্থনীতির মুল ধারায় অংশ গ্রহণ করে। তাঁদের দ্বারা গঠিত পুঁজি যথাযথ বিনিয়োগসহ উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডের মাধ্যমে তাঁদের দারিদ্র পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তন হয়।

নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরনে এ সমিতি ভূমিকা রেখে চলেছে। সমিতির প্রচেষ্টায় সমিতিতে চলমান বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী উৎপাদন খাতে এ পর্যন্ত প্রায় ২৫ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও খন্ডকালীন হিসাবে কর্মরত আছেন প্রায় ৩৫ জন। উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির সদস্যদেরকে ও প্রকল্পে কর্মরত কর্মচারীদেরকে দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্তে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শনের সুযোগসহ ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ট্রেডে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করে থাকেন। চলতি বছর আলোচ্য সমিতির মাধ্যমে ২০ জন দরিদ্র মহিলাকে দর্জি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী ২০ জন মহিলাকে সমিতিতে সদস্যভুক্তির মাধ্যমে অনুদান হিসাবে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে ঐ ২০ জন সদস্যের স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এছাড়াও এলাকার প্রায় ৪১ জন নারীর পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান সৃজন হয়েছে।

যে কোন উন্নয়নের পূর্বশর্ত যথাযথ প্রশিক্ষণ। এই উপলব্ধি থেকে ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সাধারন সদস্যবৃন্দ সমিতির আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় ও সকল সদস্যদের কর্মমুখী করার লক্ষ্যে এ সমিতির একাধিক সদস্য এ পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারী দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান (বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা; আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন, বয়রা, খুলনা; যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর; প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর, উইমেন চেম্বার অব কমার্স, জাইকা এবং লাইফ লাইন ফাউন্ডেশন) হতে একাধিক বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ও দপ্তরের প্রশিক্ষণ হতে লব্ধ কারিগরী জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির অন্যান্য সদস্যদেরকে প্রশিক্ষিত করে তুলছেন। উল্লেখ্য যে, সমবায় অধিদপ্তরের পৃষ্ঠপোষকতায় আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, খুলনা এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিগত ০৫/০২/১৭ খ্রিঃ হতে ০৯/০২/১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৫ (পাঁচ) দিনব্যাপি "ব্যাগ তৈরী প্রশিক্ষণ কোর্স" সরাসরি এ সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং সফলতার সাথে এ প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমবায়ীরা বর্তমানে দক্ষতার সাথে অফিসিয়াল ব্যাগ তৈরী করছে। সমবায় অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতা পেলে এই সমিতির তৈরী ব্যাগগুলো সমবায় বাজার কনসোর্টিয়াম, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লাসহ সকল আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউটে সুলভমূল্যে সরবরাহ করতে পারবে। এর ফলে এ সমিতির সমবায়ীরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বি হওয়ার পাশাপাশি সমবায়ের সুনাম বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারবে। **এর সাথে সাথে এ সমবায় সমিতিটি হতে পারে বাংলাদেশের অন্যান্য টুপি গ্রাম, হাতপাখার গ্রাম ইত্যাদির ন্যায় সমবায় ভিত্তিক ব্যাগ তৈরীর গ্রাম হিসাবে সারাদেশে সুপরিচিত হতে পারে।** এছাড়াও এ সমিতি বিভিন্ন গ্রামে মহিলাদেরকে সংগঠিত করে গ্রুপ ভিত্তিক সরাসরি নিম্নেবর্ণিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

সামাজিক ক্ষমতায়নঃ

নারীর সামাজিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য এ সমিতি এবং এর সদস্যরা ব্যক্তি উদ্যোগে বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম করে থাকে। পূর্বে এ সমিতির সদস্যরা নারীর সামাজিক ক্ষমতায়নের বিষয়ে তাঁদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না এবং এ সংক্রান্ত কোন চর্চাও ছিল না। বর্তমানে এ সংক্রান্ত চর্চা সদস্যদের মধ্যে অব্যাহত রয়েছে। যার ফলে স্থানীয় নারী সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। এ সমিতির

সদস্যদের বিশেষতঃ সভাপতির আন্তরিকতা, উদ্যোগ ও মানবিকতার কারনে এ সমিতি সমাজে বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রমসহ জনসচেতনা সৃষ্টিতে নিরলস ভূমিকা রেখে চলেছে। যেমনঃ

ক) প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা পরামর্শ ও টিকাদান কর্মসূচী বাস্তবায়ন।

খ) মানবিক সহায়তা প্রদান।

গ) স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচী আয়োজন ও রক্তদাতার নাম ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর সংগ্রহ।

ঘ) সচেতনতামূলকঃ পরিবার পরিকল্পনা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্য বিবাহ রোধ, নারী ও শিশু পাচার রোধ, যৌতুক ও ইভটিজিং প্রতিরোধ ইত্যাদি।

এ সমিতির সভাপতির এই সকল কার্যক্রম পরিচালনার স্বীকৃতিস্বরুপ তিনি যশোর জেলার "অপরাজিতা" সংগঠনের চৌগাছা উপজেলার সহ-সভাপতি হিসাবে মনোনীত হয়েছেন। উল্লেখ্য যে, এ সমিতির সভাপতি জনাব কাজল রেখা জাতীয় সমবায় পুরস্কার এর জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে মনোনীত হয়েছিলেন।

রাজনৈতিক ক্ষমতায়নঃ

সদস্যদের মাঝে স্বচ্ছতা ও আস্থা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সমিতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠান, মাসিক সভা, অডিট সম্পাদন এবং বার্ষিক সাধারণ সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। এ সমিতিতে সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ১৭/০১/২০২১ খ্রি.। ২০১৯-২০২০ সমবায় বর্ষে মোট ১২টি মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমিতিতে নিয়মিত অডিট সম্পাদনসহ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির তথ্য নিম্নরুপঃ

ক্রঃ নং	সদস্যদের নাম	পদবী	নির্বাচনের তারিখ	মেয়াদ ভিত্তিক দায়িত্ব পালন
০১	জনাব কাজল রেখা	সভাপতি	১৭/০১/২০২১ খ্রিঃ	০৩ মেয়াদ
০২	জনাব ডালিয়া খাতুন	সহ-সভাপতি	১৭/০১/২০২১ খ্রিঃ	০৩ মেয়াদ
০৩	জনাব সোনালী খাতুন	সম্পাদক	১৭/০১/২০২১ খ্রিঃ	০২ মেয়াদ
০৪	জনাব সাদিয়া ইসলাম	সদস্য	১৭/০১/২০২১ খ্রিঃ	০২ মেয়াদ
০৫	জনাব নিলুফা ইসলাম	সদস্য	১৭/০১/২০২১ খ্রিঃ	০২ মেয়াদ
০৬	জনাব রেশমা বেগম	সদস্য	১৭/০১/২০২১ খ্রিঃ	০২ মেয়াদ

উপরে বর্ণিত ভদ্র মহিলাগণ কেউই সরাসরি রাজনীতি চর্চায় অংশ গ্রহণ করেনি।

সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকরণে গৃহীত পদক্ষেপঃ

সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকরণের লক্ষ্যে যথাযথভাবে সমিতির রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ। রেকর্ডপত্র সমিতির সকল সদস্যদের জন্য সমিতিতে উম্মুক্ত রাখা। প্রতিনিয়ত অডিট ফি ও সিডিএফ পরিশোধ করা। সমিতিতে সাইনবোর্ড স্থাপন এবং সীলমোহর সংরক্ষিত আছে। এছাড়াও সমিতির নিজস্ব একটি লোগো আছে। সমবায় পতাকা ও জাতীয় পতাকা সংরক্ষিত আছে। সমিতির নামীয় ব্যাংক একাউন্ট আছে। সমিতির ধারাবাহিকতা ও টেকসইত্ব নিশ্চিতকরণে সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (সংশোধন ২০০২ ও ২০১৩) এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধন ২০২০) এর সংশ্লিষ্ট ধারা ও বিধি প্রতিপালনের ফলে সমিতির কর্মকান্ডে স্বচ্ছতাসহ কর্মচঞ্চলতা এসেছে।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

সমিতির সাফল্যের জন্য এ সমিতির উৎপাদনমুখী কর্মকান্ড ও সদস্যদের কর্মসৃজন বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হচ্ছেঃ

ক) চৌগাছা উপজেলাসহ সমগ্র যশোর জেলার নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নারীকে কর্মমুখী ও উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্তকরন।

খ) স্থানীয় নারীদের সমন্বয়ে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠাকরণ।

গ) সমিতির প্রতি সদস্যকে উদ্যোক্তা হিসেবে সৃজন করা।

সর্বোপরি প্রত্যেক নারীকে স্ব-কর্মসংস্থানে অর্ন্তভুক্তকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদানসহ ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন এবং রুপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনসহ জাতিসংঘের এসডিজি বাস্তবায়নে নারীকে সম্পৃক্তকরন।

পরিশেষঃ

সমিতিটি তাঁর সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে। যথাযথ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পেলে সমিতির উৎপাদনমুখী কর্মকান্ড আরও গতিশীল ও বেগবান হবে এবং সদস্য ছাড়া এলাকার সাধারন নারীদের জীবনমানেরও উন্নয়ন সাধিত হবে। এর ফলে আলোচ্য সমিতি একদিন সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাবে।

কপোতাক্ষ হস্ত ও কারুশিল্প মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যগণ হাতেকলমে কাগজের ব্যাগ ও প্যাকেট তৈরীর প্রশিক্ষণের চিত্র।

আইজিএ (ব্যাগ তৈরী) প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কপোতাক্ষ হস্ত ও কারুশিল্প মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর উপস্থিত সদস্যগণের (একাংশ) চিত্র।

আইজিএ (ব্যাগ তৈরী) প্রশিক্ষণ কোর্সে কপোতাক্ষ হস্ত ও কারুশিল্প মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর উপস্থিত সদস্যগণের চিত্র।

আইজিএ (ব্যাগ তৈরী) প্রশিক্ষণ কোর্স সফলভাবে সমাপ্ত করে সদস্যদের নিজ হাতে তৈরীকৃত ব্যাগের চিত্র।

মোঃ জিল্লুর রহমান
সহকারী পরিদর্শক,
উপজেলা সমবায় দপ্তর, চৌগাছা, যশোর।